কুরবানী/উযহিয়্যাহ

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًۭا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٦ : ٧٩

আমি একনিষ্ঠভাবে তার দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আল-আন’আম: ৬

https://sistersforuminislam.com/

কুরবানীর ইতিহাস

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবূল করে থাকেন।সূরা আল মায়িদা: ২৭

এই আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার ও শিক্ষা:

কুরবানী কবুল হওয়ার মাপকাঠি: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বাহ্যিক বস্তুর চেয়ে বান্দার তাকওয়া বা মনের নিষ্ঠা ও আল্লাহভীতি দেখেন। এক পুত্রের কুরবানী কবুল হওয়ার কারণ ছিল তার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, অপরদিকে আদম আ এর অন্য পুত্রের ক্ষেত্রে তা ছিল না।

হিংসার কুপরিণতি: নিজের কুরবানী কবুল না হওয়ায় সেই ছেলের মনে তীব্র হিংসা ও অহংকার জন্ম নেয়, যা তাকে হত্যার হুমকি পর্যন্ত নিয়ে যায়।

ধৈর্য ও পরহেজগারিতা: যার কুরবানী কবুল হয়েছিলো সে নিজের সৎ উদ্দেশ্য ও আল্লাহভীতির কথা তুলে ধরে জানান, অন্যায়ভাবে হত্যার পথ বেছে নেওয়ার কোনো ইচ্ছা তার নেই

কিন্তু এ কুরবানীর প্রেক্ষাপট কী ছিল, সে সম্পর্কে কুরআন মাজীদ কিছুই বলেনি।

তবে মুফাসসিরগণ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও আরও কতিপয় সাহাবীর বরাতে সে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তার সারমর্ম এই যে, হযরত আদম আলাইহিস সালামের দুই পুত্র ছিল। একজনের নাম হাবিল, অন্যজনের কাবীল। বলাবাহুল্য, তখন পৃথিবীতে মানব বসতি বলতে কেবল হযরত আদম আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গই ছিল। তার স্ত্রীর গর্ভে প্রতিবার দুটি জমজ সন্তানের জন্ম হত। একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তাদের দু'জনের পরস্পরে বিবাহ তো জায়েয ছিল না, কিন্তু এক গর্ভের পুত্রের সাথে অপর গর্ভের কন্যার বিবাহ হালাল ছিল। কাবীলের সাথে যে কন্যার জন্ম হয় সে ছিল রূপসী। কিন্তু জমজ হওয়ার কারণে কাবীলের সাথে তার বিবাহ জায়েয ছিল না। তা সত্ত্বেও কাবীল গোঁ ধরে বসেছিল তাকেই বিবাহ করবে। হাবীলের পক্ষে সে মেয়ে হারাম ছিল না। তাই সে তাকে বিবাহ করতে চাচ্ছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা যার কুরবানী কবুল করবেন তার দাবী ন্যায্য মনে করা হবে। সুতরাং উভয়ে কুরবানী পেশ করল। বর্ণনায় আছে যে, হাবীল একটি দুম্বা কুরবানী দিয়েছিল আর কাবীল পেশ করেছিল কিছু কৃষিজাত ফসল। সে কালে কুরবানী কবুল হওয়ার আলামত ছিল এই যে, কুরবানী কবুল হলে আসমান থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। সুতরাং আসমান থেকে আগুন আসল এবং হাবীলের কুরবানী জ্বালিয়ে দিল। এভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তার কুরবানী কবুল হয়েছে। কাবীলের কুরবানী যেমনটা তেমন পড়ে থাকল। তার মানে, তার কুরবানী কবুল হয়নি। এ অবস্থায় কাবীলের তো উচিত ছিল সত্য মেনে নেওয়া, কিন্তু তার বিপরীতে সে ঈর্ষাকাতর হল এবং এক পর্যায়ে হাবীলকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরবানীর ইতিহাস

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُواْ ۗ ٣٤ : ٢٢ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা উক্ত পশু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযিক নির্ধারণ করেছেন।সূরা আল হাজ্জ: ৩৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা নাসাফী ও যামাখশারী বলেন, আদম (আ.) থেকে মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তা'আলা তার নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন।(তাফসীরে নাসাফী ৩/৭৯; কাশশাফ, ২/৩৩)।

أنعام বলে উট, গরু, ছাগল, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলোকে যবেহ করার সময় আল্লাহর কথা স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরং যবেহ যেন একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে হয় সেটার খেয়াল রাখতে বলা হয়েছে, কারণ, তিনিই তো এ রিযিক তাদেরকে দিয়েছেন। [কুরতুবী] এ প্রসংগে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর হালাল হওয়ার কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা প্রমাণ করা যে, হাদঈ বা কুরবানী কেবল চতুস্পদ জন্তু দ্বারাই সম্ভব। অন্য কিছু দ্বারা সম্ভব নয়। [ফাতহুল কাদীর]

"যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদে-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।আর উটকে আমরা আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য তাতে অনেক মঙ্গল রয়েছে। কাজেই এক পা বাঁধা ও বাকী তিনপায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। তারপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা থেকে খাও এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও সাহায্যপ্রার্থীদেরকে; এভাবে আমরা সেগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।আল্লাহর কাছে পৌছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত, বরং তার কাছে পৌছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি এদেরকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত করেছেন; কাজেই আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে"।সূরা আল হাজ্জ: ৩৫-৩৭

কুরবানীর ইতিহাস

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

(ইব্রাহীম যখন আমার কাছে দুআ করল) হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে এক সৎকর্মশীল পুত্র সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাকে এক অতি ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এখন বল, তোমার অভিমত কী?
সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন, আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।
দুজনই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল আর ইবরাহীম তাকে কাত করে শুইয়ে দিল, তখন আমি তাকে ডাক দিলাম, হে ইবরাহীম! স্বপ্নে দেয়া আদেশ তুমি সত্যে পরিণত করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। অবশ্যই এটা ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এক মহান কুরবাণীর বিনিময়ে পুত্রটিকে ছাড়িয়ে নিলাম। আর আমি তাঁকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত। আস-সাফফাত: ১০০-১১১

আত্মউপলব্ধি-১

যিলহজ্জ্ব মাসকে সামনে রেখে হজ্জ্ব ও কুরবানীর মূল স্পিরিটকে সামনে রেখে কিছু সময়ের জন্য একান্তই নিজ ভুবনে প্রবেশ করি যেখানে থাকবে শুধুই নিজের মন ও আমলের পর্যালোচনা।

একজন অনুগত বান্দা/ আদর্শ স্বামী/আদর্শ পিতা/ মুসলিম/নবী/রাসূল এর জীবনে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া কঠিন পরীক্ষা সমূহ যার মূল ভিত্তিই হলো মহান রবের তাওহীদের কাছে পূর্ন সমর্পন। যিনি নিজ পিতা ও জাতির শিরক দেখে বলেছিলেন-

قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ

إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِي

তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সূরা আল আন'আম:৭৮

আমি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্ত্বাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। সূরা আল আন'আম: ৭৯

এরপর আর কিছু দূর গেলে একজন অনুগত বান্দী/ আদর্শ স্ত্রী/ আদর্শ মা/ মুসলিমা যিনি রবের সন্তুষ্টির জন্য স্বামীর পরীক্ষায় সহযোগীতা করে রেখে গিয়েছেন অনবদ্য নিদর্শন যা আজকের হজ্জের অংশ সাঈ।

এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আঃ) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে আসতে লাগলেন। আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন,

' إِذَنْ لايُضَيِّعُنَا اللهُ তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু'একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌঁড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়।

আত্মউপলব্ধি-২

হযরত হাজেরা একজন মুমিনের বহু গুণাবলীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত:

১. আশাবাদ, আল্লাহর কল্যাণ চিন্তা করার মাধ্যমে

"আমার বান্দা আমার কাছ থেকে যেমন আশা করে আমিও তেমনই, সুতরাং সে যদি আমার কাছ থেকে ভালো চিন্তা করে তবে সে তা পাবে এবং যদি সে আমার সম্পর্কে মন্দ চিন্তা করে তবে সে তা পাবে। (বুখারী)

ইব্রাহিমের তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করার পর হাজেরা বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ। হাজেরার প্রতিক্রিয়া দুটি প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রদর্শন করে। প্রথমত, তিনি তার স্বামীর জন্য ভাল চিন্তা করেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তিনি এত গুরুতর কিছু করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ হাজেরা বললেন, তাহলে তিনি আমাদের অবহেলা করবেন না। (বুখারী), এটা মেনে নেয় যে, তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তার এবং তার সন্তানের যত্ন নেবেন। সে আল্লাহর ভালো চিন্তা করত, তাঁর আদেশ-নিষেধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি এবং রাগ ও ভয়ে ইবরাহীমের পেছনে ধাওয়া করত না। যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই যথেষ্ট। (সূরা তালাক ৬৫:৩)

২. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরতা)

হাজেরা আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন। যখন তার সাথে থাকা সামান্য খাবার এবং পানীয় শেষ হয়ে গেল, তখন তার বাচ্চা প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিরিক্ত কাঁদতে শুরু করল। তবে হাজেরা হতাশ হননি। বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন।

তার চেয়েও বড় কথা, তার এই বিশ্বাস হাজেরাকে ইসলামে অবদান রাখার অনুমতি দিয়েছে, যদিও আমরা আজও তা অনুশীলন করছি। বারবার দুটো পাহাড় বেয়ে হেঁটে হেঁটে সাহায্যের সন্ধান করছিলেন তিনি; হাজেরা তাঁর অধ্যবসায়ের জন্য যা করতেন তা আজ হজের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে অনুশীলন করা হয় - সাফা এবং মারওয়া। হাজেরার কর্মকাণ্ড আজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভের জন্য অবদান রাখছে।

যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তার পরে আর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক।সূরা আলে ইমরানঃ ১৬০)

৩. সবর (ধৈর্যশীলঃ হাজেরার পুরোটা সময় সবরের থিম বজায় থাকে। শিশুকে নিয়ে পরিত্যক্ত হওয়া থেকে শুরু করে খাবার ও পানি ফুরিয়ে যাওয়া, পানির খোঁজে বেশ কয়েকবার পাহাড়ে ওঠা-নামা পর্যন্ত হাজেরা কখনো হাল ছাড়েননি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষার সুন্দর সারাংশ দেখায় - এটি আমাদের ধৈর্য শেখায়, এবং এটি আমাদের চরিত্রের একটি প্রদর্শন। আল্লাহ আমাদের এই পরীক্ষাগুলি কেবল তাঁর সাথে সংযোগ জোরদার করতে এবং আমাদের সংগ্রামের মাধ্যমে পুরষ্কার অর্জনের জন্য পাঠান না, তবে আমাদের পরিপূর্ণ করার জন্য গভীর খননও করেন সম্ভাবনা এবং তারপর শ্রেষ্ঠত্ব। এটি ধৈর্যের ফলপ্রসূ ও চলমান উপকারিতা, যার উদাহরণ হাজেরা।

ইমাম আবু মুসলিম আল-খাওলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ যা অনুমোদিত তা হারাম করা নয় এবং সম্পদ অপচয় করা নয়। নিশ্চয়ই দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ নিজের হাতের চেয়ে আল্লাহর হাতে যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া। আপনি যদি কোন দুর্দশায় পীড়িত হন, তা হলে আপনি যদি তা সহ্য করে চলেন, তা হলে পুরস্কারের আশা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

৪. তাকওয়া (আল্লাহকে ভয় করাঃ হাজেরার প্রতিক্রিয়া তাকওয়ায় ভরা। তিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতির প্রতি সচেতন থাকতেন এবং তাঁর সম্পর্কে কখনও খারাপ চিন্তা করতেন না; এটি ছিল সেই ভিত্তি যা তাকে আশাবাদ এবং ধৈর্য অনুশীলন করতে দেয়।
হে মানবমন্ডলী! হে মানব ও এক নারী থেকে আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত যে তাকওয়া অবলম্বন করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (কুরআন ৪৯:১৩)

৫. বিচ্ছিন্নতাঃ ইব্রাহিমকে কেন তাকে এবং তার শিশুকে মরুভূমিতে রেখে আসতে হয়েছিল তা বোঝার মাধ্যমে হাজার বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে তাকে কত ঘন্টা বা দিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে তার সঠিক জায়গায় বিচ্ছিন্নতা তাকে আল্লাহর প্রতি আরও গুরুত্বপূর্ণ আসক্তির দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করেছিল।তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পরীক্ষাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তিনিই তাকে অবকাশ দিতে পারেন। এটি ছিল হাজেরার আল্লাহ ব্যতীত সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদাহরণ, এমনকি স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা ও নির্ভরতা থেকেও।

হজরত আবু আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দাও, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষ আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেনঃ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। মানুষের যা আছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুন এবং তারা আপনাকে ভালবাসবে। (ইবনে মাজাহ)
হাজেরার চরিত্রটি সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক। তিনি আল্লাহর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এমনকি যখন তাকে অকল্পনীয় কষ্টের সাথে পরীক্ষাও করা হচ্ছিল। হাজার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে যা আমরা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে শিখতে পারি।
আল্লাহ আমাদেরকে হাজেরা ও নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন জান্নাতে সৎকর্মশীলদের সান্নিধ্যে থাকি।

আত্মউপলব্ধি-৩

অন্যদিকে প্রানপ্রিয় স্বামী ও পিতা হিসেবে গুরুত্বপুর্ন অভিভাবকের দায়িত্বে ইবরাহীম আ আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন

رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামন্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভুহে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে'। ইবরাহীম ১৪/৩৭; বুখারী ইবনু আববাস (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের সারসংক্ষেপ

অনুগত ও উত্তম সবরকারি বান্দা/ আদর্শ সন্তান/ পূর্ন মুসলিম যিনি কিশোর অবস্থাতেই রবের প্রতি পূর্ন আস্থা ও নির্ভরতার নমুনা ও পিতার পরীক্ষায় উত্তীর্নের জন্য শান্ত ধীর স্থীরভাবে কুরবানী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ১০৩ : ৩৭

অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং ইব্রাহীম তাকে যবেহ করার জন্য অধোমুখে শায়িত করল,।

সকল মানুষের মুখমন্ডলের (ডানে ও বামে) দুটো جَبِين কপালের দুই পার্শ্ব থাকে এবং মাঝে থাকে جَبهَة কপাল। অতএব আয়াতের সঠিক অর্থ হবে 'কাত করে শায়িত করল।' অর্থাৎ এমনভাবে কাত করে শুইয়ে দিলেন, যেমন পশুকে যবেহ করার সময় ক্বিবলা মুখে কাত করে শোয়ানো হয়। কপাল বা মুখমন্ডলের উপর (অধোমুখে) শোয়ানোর অর্থ করার কারণ হল, প্রসিদ্ধি আছে যে, ইসমাঈল (আঃ) নিজেই কাত করে শোয়ানোর জন্য বলেছিলেন। যাতে তাঁর মুখমন্ডল আব্বার সামনে না থাকে এবং পিতৃস্নেহ আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

আত্মউপলব্ধি-৪

৩৭ : ১০৪ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ

৩৭ : ১০৫ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

৩৭ : ১০৬ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ

৩৭ : ১০৭ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ

৩৭ : ১০৮ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ

৩৭ : ১০৯ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

৩৭ : ১১০ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

‘তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম’!

‘তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ।
আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি’।
‘নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা’।
‘আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবহ প্রদান করলাম’ ‘এবং
আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম’।
‘ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক’
নিশ্চয় আমি এইভাবে সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(সাফফাত ৩৭/১০৩-১১০)

আত্মউপলব্ধি-৫

‘যবেহযোগ্য মহান জন্তু’ একটি দুম্বা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে জিবরীল মারফত পাঠিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর) ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে সেই দুম্বাটি যবেহ করা হয়েছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্ত সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ ও ঈদুল আযহার সব থেকে পছন্দনীয় আমল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

আজ একজন অনুগত বান্দা হয়ে নিজ নিজ অবস্থানের দায়িত্বকে একজন মুসলিম হিসেবেই যাচাই করি- কোথায় আমাদের অবস্থান!!!!

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে! দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখেরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম।সূরা বাকারাঃ ১৩০-১৩১

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমর্পন করেছে (ইসলাম গ্রহণ করেছে) এবং সে সৎকর্মশীলও বটে, তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না”।[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১১২]

‘লোকেরা কি মনে করে রেখেছে, “আমরা ঈমান এনেছি” কেবলমাত্র একথাটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের সবাইকে পরীক্ষা করে নিয়েছি। আল্লাহ অবশ্যই দেখবেনকে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যুক।’ সূরা আনকাবূত: ২-৩)

লোকদের মধ্যে এমন কেউ আছে যে বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি কিন্তু যখন সে আল্লাহর ব্যাপারে নিগৃহীত হয়েছে তখন লোকদের চাপিয়ে দেয়া পরীক্ষাকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে নিয়েছে৷ এখন যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য এসে যায়, তাহলে এ ব্যক্তিই বলবে, “আমরা তো তোমাদের সাথে ছিলাম”৷ বিশ্ববাসীদের মনের অবস্থা কি আল্লাহ ভালোভাবে জানেন না? আর আল্লাহ তো অবশ্যই দেখবেন কারা ঈমান এনেছে এবং কারা মুনাফিক৷ সুরা আনকাবুতঃ ১০-১১

ছ‘আব ইবনু সা‘দ (রাহঃ) হ’তে তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সা‘দ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষে ত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহ’লে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না’ তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/ ১৫৬২

আত্মউপলব্ধি-

মহান আল্লাহ বলেছেন:

হে লোকজন যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী। সেখানে রুঢ় স্বভাব ও কঠোর হৃদয় ফেরেশতারা নিয়োজিত থাকবে যারা কখনো আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাই পালন করে। সূরা আত তাহরীম:৬

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে এসেছে:

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা প্রত্যেকই রাখাল এবং তাকে তার অধিনস্ত লোকদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। শাসকও রাখাল। তাকে তার অধীনস্ত লোকদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। নারী তার স্বামীর বাড়ী এবং তার সন্তান-সন্ততির তত্ত্বধায়িকা তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

যারা ঈমান গ্রহণ করেছ এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোন ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মী রয়েছে। সূরা আত তুর:২১

“আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু না কিছু দিয়ে পরীক্ষায় ফেলবোই: মাঝে মধ্যে তোমাদেরকে বিপদের আতঙ্ক, ক্ষুধার কষ্ট দিয়ে, সম্পদ, জীবন, পণ্য-ফল-ফসল হারানোর মধ্য দিয়ে। আর যারা কষ্টের মধ্যেও ধৈর্য-নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করে, তাদেরকে সুখবর দাও”। বাক্বারাহঃ১৫৫

ইবরাহীমী আ জীবন থেকে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হ’ল সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকটে আত্মসমর্পণ। যাকে বলা হয় ‘ইসলাম’।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ- (البقرة ১৩১-১৩২)

‘স্মরণ কর যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তখন সে বলল, আমি আত্মসমর্পণ করলাম বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালকের নিকট। ‘এবং একই বিষয়ে সন্তানদেরকে অছিয়ত করে যান ইবরাহীম ও ইয়াকূব। বাক্বারাহঃ১৩১-৩২

মহান আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে জান্নাতী পরিবার করে কবুল করে নিন।

আত্মউপলব্ধি-

মহান আল্লাহ বলেছেনঃ সূরা আন'আমঃ (১৬২-১৬৩)

৬ : ১৬১ قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

১৬১. বলুন, আমার রব তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ), তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৬ : ১৬২ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

১৬২. বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহরই জন্য।

৬ : ১৬৩ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

১৬৩. তার কোন শরীক নেই। আর আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম।

মহান আল্লাহ বলেন, ''তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তাঁকে এই আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত কর।'' (সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)

নূহ (আঃ)ও এই ঘোষণা দিয়েছেন, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)-দের অন্তর্ভুক্ত থাকি. (সূরা ইউনুস ৭২)

ইউসুফ (আঃ) দু'আ করেছিলেন, تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا অর্থাৎ, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো। (সূরা ইউসুফ ১০১)

মূসা (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ অর্থাৎ, তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস ৮৪)

ঈসা (আঃ)-এর সহচররা বলেছিলেন, وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ অর্থাৎ, তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। (সূরা মাইদাহ ১১১)

কুরবানী

উযহিয়্যাহ’ কুরবানীর দিনসমূহে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ-যোগ্য উট, গরু, ছাগল বা ভেঁড়াকে বলা হয়। উক্ত শব্দটি ‘যুহা’ শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ পূর্বাহ্ন। যেহেতু কুরবানী যবেহ করার উত্তম বা আফযল সময় হল ১০ই যুলহজ্জের (ঈদের দিনের) পূর্বাহ্নকাল। তাই ঐ সামঞ্জস্যের জন্য তাকে ‘উযহিয়্যাহ’ বলা হয়েছে। যাকে ‘যাহিয়্যাহ’ বা ‘আযহাহ’ও বলা হয়। আর ‘আযহাহ’ এর বহুবচন ‘আযহা’। যার সাথে সম্পর্ক জুড়ে ঈদের নাম হয়েছে ‘ঈদুল আযহা

কুরবান শব্দটি কুরবুন শব্দ থেকে উৎকলিত। অর্থাৎ নিকটবর্তী হওয়া, সান্নিধ্য লাভ করা। যেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার মাধ্যম হল কুরবানী তাই এর নাম কুরবানীর ঈদ। আরবি শব্দ আদ্বহা অর্থ কুরবানীর পশু, যেহেতু এই দিনে কুরবানীর পশু যবেহ করা হয়, তাই একে ঈদুল আদ্বহা বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)

“কাজেই আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন” সূরা কাউছার: ২

বলুন, আমার সালাত, আমার নুসুক (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ্‌রই জন্য” সূরা আনআম: ১৬২

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে। [সূরা আল-হাজ্জ: ৩৪]

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

শাইখ মুহাম্মদ বিন উছাইমীন বলেন: “সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের পক্ষ থেকে ও পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানী দিবে। ফাতাওয়াস শাইখ ইবনে উছাইমীন (২/৬৬১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে অথচ সে কোরবানী করেনি সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩), আলবানী ‘সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলেছেন]

কুরবানী

কোরবানী কার উপর ওয়াজিব? যে গৃহিনীর আয় আছে তার জন্য কি কোরবানী দেয়া বৈধ হবে?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার: আলেমগণ কোরবানীর হুকুম নিয়ে মতভেদ করেছেন: কোরবানী করা কি ওয়াজিব যা পালন না করলে গুনাহ হবে; নাকি সুন্নতে মুয়াক্কাদা যা বর্জন করাটা নিন্দনীয়?

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কোরবানী করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইতিপূর্বে 36432 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

কারো জন্য কোরবানী ওয়াজিব হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার জন্য কোরবানীকারীকে ধনী হওয়া শর্ত। অর্থাৎ তার নিজের খরচপাতি ও সে যাদের খরচ চালায় তাদের খরচপাতির অতিরিক্ত তার কাছে কোরবানী করার অর্থ থাকা। অতএব, কোন মুসলমানের যদি মাসিক বেতন বা আয় থাকে এবং এ বেতন দিয়ে তার খরচ চলে যায়, এর অতিরিক্ত তার কাছে কোরবানীর পশু কেনার অর্থ থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কর্তৃক কোরবানী দেয়ার শরয়ি বিধান রয়েছে।

কোরবানী করার জন্য ধনী হওয়া শর্ত মর্মে দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে অথচ সে কোরবানী করেনি সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়"[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১২৩), আলবানী 'সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন] এখানে সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য ধনী হওয়া।

প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানী দেয়ার বিধান রয়েছে। দলিল হচ্ছে- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী দেয়া ওয়াজিব"[মুসনাদে আহমাদ (২০২০৭)] ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন: হাদিসটির সনদ মজবুত। আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২৭৮৮) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন]

এ বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর কোন ভেদ নেই। অতএব, কোন নারী যদি একাকী বসবাস করেন কিংবা তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে কোরবানী করতে হবে।আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা গ্রন্থে (৫/৮১) এসেছে-

"কোরবানী ওয়াজিব হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানী পুরুষদের উপর যেমন ওয়াজিব হয় তেমনি নারীদের উপরও ওয়াজিব হয়। কারণ ওয়াজিব হওয়ার দলিলগুলো নর-নারী সবাইকে সমানভাবে শামিল করে।"[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

দেখুন: আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা (৫/৭৯-৮১)]

আল্লাহই ভাল জানেন

কুরবানীর প্রকারভেদ

আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা তিন প্রকার হতে পারে:

১. হাদী

২. কুরবানী

৩. আক্বীকাহ

কুরবানীর উদ্দেশ্য

১। খালেস ইবাদাত: পশু নিবেদন (বা যবেহ) করা হবে এক আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে যার কোন শরিক নেই।

২। শর্তহীন আনুগত্য: সূরা আনআম: ১৬২-১৬৩

৩। নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতঃ সূরা আল কাওসার: ২

৪। তাকওয়া অর্জন: সূরা আল হজ্জ: ৩৭

৫। মহান আল্লাহর স্মরণ ও বড়ত্ব ঘোষনা:সূরা আল হাজ্জ: ৩৪

৬। ঈমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ও উত্তীর্ণ হওয়া: আলে ইমরান: ১৪২

৭। নেতৃত্বের যোগ্যতা দান: সূরা আল বাকারা: ১২৪

কুরবানী বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলিঃ

প্রথমত: ইখলাস অর্থাৎ তা যেন খাটি আল্লাহরই উদ্দেশ্যে হয়। তা না হলে তা আল্লাহর নিকটে কবূল হবে না। আল্লাহ তো মুত্তাক্বীদের (পরহেযগার ও সংযমী) কুরবানীই কবূল করে থাকেন। সূরা আল মায়িদা: ২৭

দ্বিতীয়তঃ যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.এর নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।সূরা কাহফ: ১১০

গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে বলেই অনেকে একই মূল্যের একটি পূর্ণ পশু কুরবানী না করে একটি ভাগ দিয়ে থাকে। যা ঠিক নয়।

তৃতীয়ত: হালাল আয়ের অর্থ দিয়ে কুরবানী দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না, আর হারাম উপার্জনের দানও আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না। সহিহ ইবন খুযাইমাহঃ১০

কুরবানির শর্তাবলি:বাহ্যিকভাবে কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে:

[১] এমন পশু দ্বারা কুরবানি দিতে হবে যা শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে। সেগুলো হল উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা। এ গুলোকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'বাহীমাতুল আন'আম।

[২] শরিয়তের দৃষ্টিতে কুরবানির পশুর বয়সের দিকটা খেয়াল রাখা জরুরি। উট পাঁচ বছরের হতে হবে। গরু বা মহিষ দু বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা হতে হবে এক বছর বয়সের।

[৩] কুরবানির পশু যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে হবে

[৪] যে পশুটি কুরবানি করা হবে তার উপর কুরবানি দাতার পূর্ণ মালিকানা সত্ত্ব থাকতে হবে। বন্ধকি পশু, কর্জ করা পশু বা পথে পাওয়া পশু দ্বারা কুরবানি আদায় হবে না।

সাহাবি আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন তারপর বললেন: চার ধরনের পশু, যা দিয়ে কুরবানি জায়েয হবে না। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে পরিপূর্ণ হবে না—অন্ধ; যার অন্ধত্ব স্পষ্ট, রোগাক্রান্ত; যার রোগ স্পষ্ট, পঙ্গু; যার পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত; যার কোনো অঙ্গ ভেঙ্গে গেছে। নাসায়ির বর্ণনায় 'আহত' শব্দের স্থলে 'পাগল' উল্লেখ আছে।তিরমিযি, হাদিস: ১৫৪৬, নাসায়ী: ৪৩৭১

আবার পশুর এমন কতগুলো ত্রুটি আছে যা থাকলে কুরবানি আদায় হয় কিন্তু মাকরূহ হবে। এ সকল দোষত্রুটি যুক্ত পশু কুরবানি না করা ভাল। সে ত্রুটিগুলো হল শিং ভাঙ্গা, কান কাটা, লেজ কাটা, ওলান কাটা, লিঙ্গ কাটা ইত্যাদি।

কুরবানির ওয়াক্ত বা সময়:

কুরবানি নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানি আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। যারা ঈদের সালাত আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানির সময় শুরু হবে ঈদের সালাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানির পশু যবেহ করা হয় তাহলে কুরবানি আদায় হবে না। যেমন হাদিসে এসেছে

আল-বারা ইবনে আযেব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাতে বলেছেন: এ দিনটি আমরা শুরু করব সালাত দিয়ে। অতঃপর সালাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানি করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে যবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য মাংসের ব্যবস্থা করল। কুরবানির কিছু আদায় হল না।বুখারি: ৯৬৫

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:—‘আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিন যবেহ করা যায়।’ আহমদ:৪/৮২

আইয়ামে তাশরীক বলতে কুরবানির পরবর্তী তিন দিনকে বুঝায়।

কোরবানীর পশু জবাই করার সময় কি বলবে?

যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু জবাই করতে চান তার জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়া সুন্নত:

بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك هذا عني اللهم تقبل من فلان وآل فلان

(বিসমিল্লাহ্। ওয়াল্লাহু আকবার। আল্লাহুম্মা হাযা মিনকা, ওয়া লাকা। হাযা আন্নি। আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন ... ওয়া আলি ...)[ডট দেয়া স্থানদ্বয়ে কোরবানীকারীর নাম উল্লেখ করবে]

(অর্থ- আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্‌ই মহান। হে আল্লাহ্, এটি আপনার পক্ষ থেকে; আপনারই জন্য। এটি আমার পক্ষ থেকে উৎসর্গিত (আর অপরে পক্ষ থেকে হলে বলবে: অমুকের পক্ষ থেকে)। হে আল্লাহ্, অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন।)

এই দোয়ার মধ্যে শুধু ‘বিসমিল্লাহ্’ বলা ওয়াজিব। বিসমিল্লাহ্ এর অতিরিক্ত যে কথাগুলো আছে সেগুলো বলা মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

*“আল্লাহুম্মা মিনকা” (অর্থ- হে আল্লাহ্, এটি আপনার পক্ষ থেকে): এ কথার অর্থ হচ্ছে এ কোরবানীর পশুটি আপনারই দান। এ রিযিক আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে।

“ওয়া লাক” (অর্থ- আপনার জন্য): এ কথার অর্থ হচ্ছে- এটি একনিষ্ঠভাবে আপনারই জন্য।[দেখুন: ‘আল-শারহুল মুমতি’ (৭/৪৯২)]

প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানী দেয়ার বিধান রয়েছে।

নবী সা এর বাণী: "প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী দেয়া ওয়াজিব"

[মুসনাদে আহমাদ (২০২০৭)] ইবনে হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন: হাদিসটির সনদ মজবুত। আলবানী 'সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (২৭৮৮) হাদিসটিকে 'হাসান' বলেছেন।

এ বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারীর কোন ভেদ নেই। অতএব, কোন নারী যদি একাকী বসবাস করেন কিংবা তাঁর সন্তানদেরকে নিয়ে থাকেন তাহলে তাদেরকে কোরবানী করতে হবে।আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা গ্রন্থে (৫/৮১) এসেছে-

"কোরবানী ওয়াজিব হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানী পুরুষদের উপর যেমন ওয়াজিব হয় তেমনি নারীদের উপরও ওয়াজিব হয়। কারণ ওয়াজিব হওয়ার দলিলগুলো নর-নারী সবাইকে সমানভাবে শামিল করে।"[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা (৫/৭৯-৮১)]সূত্র: ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দশবছর মদিনাতে ছিলেন ও কোরবানী দিয়েছেন।"[মুসনাদে আহমাদ (৪৯৩৫), সুনানে তিরমিযি (১৫০৭), আলবানী 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন]

আনাস (রা.) বলেন,'রসূল (সা.) দীর্ঘ (ও সুন্দর) দু'শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো মিশ্রিত (মেটে বা ছাই) রঙের দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন।বুখারী, মুসলিম

বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ঈদের সালাতের পর কুরবানীর পশু যবেহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হলো ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল। বুখারী: ৫৫৪৫, সহিহ মুসলিম: ১৯৬১

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা. বলেছেন: আল্লাহ রাববুল আলামীন সকল বিষয়ে সকলের সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন যবেহ করবে তখনও তা সুন্দর ভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যা যবেহ করা হবে তাকে যেন প্রশান্তি দেয়। সহিহ মুসলিম: ১৯৫৫

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সা. কুরবানীর দুম্বা যবেহ করার সময় বললেন-

আল্লাহ নামে, হে আল্লাহ, আপনি মোহাম্মদ ও তার পরিবার-পরিজন এবং তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবূল করে নিন। সহিহ মুসলিম: ১৯৬৭

ইমাম বুখারী (৫৫৬৫) ও ইমাম মুসলিম (১৯৬৬) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকালো ডোরাকাটা লম্বা শিংওয়ালা দুইটি দুম্বা দিয়ে কোরবানী দিয়েছেন। তিনি দুম্বার ঘাড়ের পার্শ্বদেশের উপর পা রেখে 'বিসমিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতে জবাই করেছেন।"

সহিহ মুসলিমে (১৯৬৭) আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লম্বা শিংওয়ালা দুম্বা আনার নির্দেশ দিলেন। কোরবানী করার জন্য দুম্বাটি আনা হল। তখন তিনি আয়েশাকে বললেন: আয়েশা, ছুরিটি নিয়ে আস। এরপর বললেন: পাথর দিয়ে ছুরিটি ধার দাও। আয়েশা ধার দিলেন। এরপর তিনি ছুরিটি নিলেন এবং দুম্বাটিকে ধরে শোয়ালেন। এরপর 'বিস্‌মিল্লাহ্; আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল মিন মুহাম্মদ, ওয়া আলে মুহাম্মদ, ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মদ' বলে পশুটিকে জবাই্ করা শুরু করলেন এবং কোরবানী দিলেন"।

ইমাম তিরমিযি (১৫২১) জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে ঈদগাহে উপস্থিত হলাম। তিনি খোতবা শেষ করে মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। এরপর দুম্বা আনা হল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পশুটিকে জবাই্ করলেন। তিনি বললেন: বিসমিল্লাহ্, ওয়া আল্লাহু আকবার, হাযা আন্নি ওয়া আম্মান লাম ইউযাহ্হি মিন উম্মাতি' (অর্থ- আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্ই মহান। এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কোরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে)।[আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

কুরবানী কেবল নিজের তরফ থেকে হলে বলবে, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাববাল মিন্নী।

* নিজের এবং পরিবারের তরফ থেকে হলে বলবে, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাববাল মিন্নী ওয়ামিন আহলি বাইতি।
* অপরের নামে হলে বলবে, বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা মিনকা ওয়ালাক, আল্লাহুম্মা তাক্বাববাল মিন (এখানে যার তরফ থেকে কুরবানী তার নাম নেবে। (আলবানী, মানাসিকুল হাজ্জ, পৃ. ৩৬)।

যবেহ্ করার সময় যে সকল বিষয় লক্ষণীয়:

১। পশুর প্রতি দয়া করা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা।

সাহাবি শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা. বলেছেন: আল্লাহ রাববুল আলামীন সকল বিষয়ে সকলের সাথে সুন্দর ও কল্যাণকর আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন সুন্দরভাবে করবে আর যখন যবেহ করবে তখনও তা সুন্দর ভাবে করবে। তোমাদের একজন যেন ছুরি ধারালো করে নেয় এবং যা যবেহ করা হবে তাকে যেন প্রশান্তি দেয়। সহিহ মুসলিম: ১৯৫৫

পশুর সম্মুখেই ছুরি শান দেওয়া উচিত নয় (মাকরূহ)। যেহেতু নবী সা. ছুরি শান দিতে এবং তা পশু থেকে গোপন করতে আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ যবেহ করবে, তখন সে যেন তাড়াতাড়ি করে।মুসনাদে আহমদ: ২/১০৮, ইবনু মাজাহ: ৩১৭২

২। যবেহকালে পশুকে কিবলামুখী করে শয়ন করাতে হবে

(আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ, ২/১০৪৩; তবে এ হাদীসটির সনদ নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে।) অন্যমুখে শুইয়েও যবেহ করা সিদ্ধ হবে। যেহেতু বিবলামুখ করে শুইয়ে যবেহ করা ওয়াজিব হওয়ার কোন শুদ্ধ প্রমাণ নেই। (আহকামুল উযহিয়্যাহ, পৃ. ৮৮, ৯৫)।

৩। যবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে হবে

এটা বলা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন-যার উপর আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ) উচ্চারণ করা হয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর। সূরা আনআম: ১১৮

৪। যবেহতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরী

আর তা দুই শাহরগ (কণ্ঠনালীর দুপাশে দুটি মোটা আকারের শিরা) কাটলে অধিকরূপে সম্ভব হয়। প্রিয় নবী সা. বলেন, যা রক্ত প্রবাহিত করে, যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তা তোমরা খাও। তবে যেন (যবেহ করার অস্ত্র) দাত বা নখ না হয়। (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম সহীহুল জামে: ৫৫৬৫)

রক্ত প্রবাহিত ও শুদ্ধ যবেহ হওয়ার জন্য চারটি অঙ্গ কাটা জরুরী, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী এবং পার্শ্বস্থ দুটি মোটা শিরা।

৫। প্রাণ ত্যাগ করার পূর্বে পশুর অন্য কোন অঙ্গ কেটে কষ্ট দেওয়া হারাম

https://sistersforuminislam.com/

যবেহ করার আগে কুরবানীর পশুকে গোসল দেওয়া, তার খুর ও শিঙে তেল দেওয়া অথবা তার অন্য কোন প্রকার তোয়ায করা বিদআত।

কুরবানীর গোশত বন্টননীতি

আল্লাহ রাববুল আলামীন বলেন- অত:পর তোমরা তা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাব গ্রস্থকে আহার করাও। সূরা হজ্জ: ২৮

রাসূলুল্লাহ সা. কুরবানীর গোশত সম্পর্কে বলেছেন-তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।সহিহ বুখারী: ৫৫৬৯, সহিহ মুসলিম: ১৯৭১

'আহার করাও' বাক্য দ্বারা অভাবগ্রস্থকে দান করা ও ধনীদের উপহার হিসেবে দেয়াকে বুঝায়। কতটুকু নিজেরা খাবে, কতটুকু দান করবে আর কতটুকু উপহার হিসেবে প্রদান করবে এব পরিমাণ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদিসে কিছু বলা হয়নি। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে একভাগ নিজেরা খাওয়া, এক ভাগ দরিদ্রদের দান করা ও এক ভাগ উপহার হিসেবে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের দান করা মুস্তাহাব (উত্তম) ।

***কুরবানীর মাংস হতে কাফেরকে তার অভাব, আত্মীয়তা, প্রতিবেশ অথবা তাকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করার জন্য দেওয়া বৈধ। আর তা ইসলামের এক মহানুভবতা। মুগনী ১৩/ ৩৮১ ফাতহুল বারী ১০/৪৪২)

কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না-বলে যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এ বিষয়ে একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সংরক্ষণ নিষেধ হওয়ার কারণ হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের সময় তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ জায়েয হবে না। তখন সংরক্ষণ নিষেধ সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যদি দুর্ভিক্ষ না থাকে তবে যতদিন ইচ্ছা কুরবানী দাতা কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে খেতে পারেন। তখন সংরক্ষণ নিষেধ রহিত হওয়া সম্পর্কিত হাদিস অনুযায়ী আমল করা হবে। (ফাতহুল বারী, ১০/২৮; ইনসাফ, ৪/১০৭)।

কুরবানীর মাংস যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। এমনকি এক যিলহজ্জ থেকে আরেক যিলহজ্জ পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। আহমাদ: ২৬৪৫৮, সনদ হাসান, তাফসীরে কুরতুবী: ৪৪১৩

প্রশ্ন: কোন কাফেরকে কোরবানীর গোশত দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন:

কোন কাফেরকে সদকার নিয়তে কোরবানীর গোশত দেয়া জায়েয আছে; তবে শর্ত হচ্ছে- সে কাফের যেন মুসলমানদেরকে হত্যাকারীদের দলভুক্ত না হয়। যদি সে কাফের মুসলমানদেরকে হত্যাকারীদের দলভুক্ত হয় তাহলে তাকে কোন কিছু দেওয়া যাবে না। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: "দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি মহানুভবতা দেখাতে ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ্ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে বের করাতে সাহায্য করেছে। আর তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারাই তো যালিম।"[সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ৮-৯]

অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানি করা কুরবানি: যাকে ‘শরীকে কুরবানি দেয়া’ বলা হয়।

ভেড়া, দুম্বা, ছাগল দ্বারা এক ব্যক্তি একটা কুরবানি করতে পারবেন। আর উট, গরু, মহিষ দ্বারা সাত জনের পক্ষ থেকে সাতটি কুরবানি করা যাবে। ইতোপূর্বে জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে।

অংশীদারি ভিত্তিতে কুরবানি করার দুটি পদ্ধতি হতে পারে:

[এক] সওয়াবের ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়া। যেমন কয়েক জন মুসলিম মিলে একটি বকরি ক্রয় করল। অতঃপর একজনকে ঐ বকরির মালিক বানিয়ে দিল। বকরির মালিক বকরিটি কুরবানি করল। যে কজন মিলে বকরি খরিদ করেছিল সকলে সওয়াবের অংশীদার হল।

[দুই] মালিকানার অংশীদারির ভিত্তিতে কুরবানি। দু জন বা ততোধিক ব্যক্তি একটি বকরি কিনে সকলেই মালিকানার অংশীদার হিসেবে কুরবানি করল। এ অবস্থায় কুরবানি শুদ্ধ হবে না। অবশ্য উট, গরু ও মহিষের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি জায়েয আছে।

অনেকে বলেন, ‘সাত ভাগে কুরবানী দিতে হলে সাতজন লোকই হতে হবে, নচেৎ গোটা দিতে হবে। তাতে ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ ভাগে ভাগাভাগি চলবে না।’ এ কথা কি ঠিক?

কুরবানী ঘরে থাকা অবস্থায় দিলেও একটি গরু কুরবানীতে সাত ব্যক্তি অংশ নিতে পারবে, অনুরূপ সফরে বা হজ্জে থাকলেও ভাগাভাগি করা চলবে। অবশ্য এক সপ্তমাংস ভাগ থেকে কম দেওয়া চলবে না।তবে এক সপ্তমাংস ভাগের বেশি দিতে হবে। যেমন একটি গরুতে দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় জনও সমানভাবে অথবা কমবেশি ভাগ নিয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তবে কারো ভাগ যেন এক সপ্তমাংস থেকে কম না হয়। সুতরাং কেউ অর্ধেক, কেউ এক তৃতীয়াংশ ও কেউ এক ষষ্ঠাংশ ভাগ কুরবানী ভাগ দিতে পারে।

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (১০/৪৪১) এসেছে:

“কুরবানীটি যদি নফল হয় তাহলে এর সওয়াব যার যার জন্য নিয়ত করা হয় তাকে তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এমনকি যদি সে ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে তবুও। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করে সেটা সে পাবে।”[সমাপ্ত]আরও অধিক জানতে দেখুন: 175475 নং প্রশ্নোত্তর। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কুরবানীর ভাগের সাথে কি আকীকা দেওয়া যাবে? আবদুল হামীদ ফাইযী

কুরবানীর সাথে একটি ভাগ আকীকার উদ্দেশ্যে দেওয়া যথেষ্ট নয়। যেমন যথেষ্ট নয় একটি পশু কুরবানী ও আকীকার নিয়তে যবেহ করা। কুরবানী আকীকার জন্য পৃথক পৃথক পশু হতে হবে। অবশ্য যদি কোন শিশুর আকীকার দিন কুরবানীর দিনেই পড়ে এবং আকীকা যবেহ করে, তাহলে আর কুরবানী না দিলেও চলে। যেমন, দুটি গোসলের কারণ উপস্থিত হলে একটি গোসল করলেই যথেষ্ট, জুমআর দিনে ঈদের নামায পড়লে আর জুমআহ না পড়লেও চলে, বিদায়ের সময় হজ্জের তওয়াফ না করলেও চলে, যোহরের সময় মসজিদে প্রবেশ করে যোহরের সুন্নত পড়লে পৃথক করে আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হয় না এবং তামাত্তু হজ্জের কুরবানী দিলে আর পৃথকভাবে কুরবানী না দিলেও চলে। ৪৬৩ (মানারুস সাবীল ১/ ৩৬৬)

আকীকার বিধান কুরবানী মতো হলেও আকীকার পশুতে ভাগাভাগি যথেষ্ট নয়। সুতরাং একটি উট বা গরু ২, ৩, ৪, ৫, ৬ বা ৭ টি শিশুর তরফ থেকে আকীকা যথেষ্ট হবে না। যেহেতু প্রথমতঃ কুরবানীর মতো আকীকার বিধানে ভাগাভাগি বর্ণিত হয়নি। অথচ ইবাদতসমূহ প্রমাণসাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ আকীকা হল জানের ফিদয়া স্বরূপ। আর ফীদয়াতে ভাগাভাগি হয় না। যেহেতু একটি জানের বিনিময়ে একটি জানই প্রয়োজন। ৪৬৪ (ইবনে উষাইমীন)

একই পশু কোরবানী ও আকিকার নিয়তে জবাই করা কি জায়েয হবে?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

আলহামদুলিল্লাহ।

যদি কোরবানী ও আকিকা একত্রে পড়ে এবং কোন ব্যক্তি যদি ঈদের দিন তার সন্তানের আকিকা দিতে চান বা তাশরিকের দিনগুলোতে আকিকা দিতে চান তাহলে কোরবানীর পশু কি আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে?

এ মাসয়ালায় আলেমগণের দুইটি অভিমত রয়েছে:

প্রথম অভিমত: কোরবানীর পশু আকিকা হিসেবে জায়েয হবে না। এটি মালেকী, শাফেয়ি ও এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমাদের অভিমত।

এ মতাবলম্বীদের দলিল হল: আকিকা ও কোরবানী উভয়টি সত্তাগতভাবে উদ্দিষ্ট। এ কারণে একটি অপরটির পক্ষ থেকে জায়েয হবে না। তাছাড়া যেহেতু প্রত্যেকটির বিশেষ কারণ রয়েছে, যে কারণদ্বয় ভিন্ন ভিন্ন। তাই একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হবে না। যেভাবে ফিদিয়া-র দম (পশু) তামাত্তু-এর দম (পশু) এর স্থলাভিষিক্ত হয় না।

হাইতামি 'তুহফাতুল মুহতাজ শারহুল মিনহাজ' গ্রন্থে (৯/৩৭১) বলেন: "আমাদের মাযহাবের আলেমগণের উক্তির বাহ্যিক মর্ম হল, যদি একটি ভেড়া দিয়ে কোরবানী ও আকিকার নিয়ত করা হয় তাহলে দুইটার কোনটা আদায় হবে না। এটি সুস্পষ্ট বিষয়। যেহেতু এ দুটোর প্রত্যেকটি উদ্দিষ্ট সুন্নত।"[সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অভিমত: কোরবানীর পশু আকিকা হিসেবেও যথেষ্ট হবে। এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত এবং এক বর্ণনা মতে, এটি ইমাম আহমাদের অভিমত। তাছাড়া এটি হাসান বসরি, মুহাম্মদ বিন সিরিন ও কাতাদা প্রমুখের অভিমত।

এ মতাবলম্বীদের দলিল হচ্ছে-

এ দুটো আমলের মাধ্যমে উদ্দেশ্য হচ্ছে পশু জবাই করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা। তাই একটি অপরটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমনিভাবে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসিজদে প্রবেশের নামায) ফরয নামাযের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে।

ইবনে আবু শাইবা (রহঃ) "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৫/৫৩৪) বলেন: হাসান থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: কেউ যদি ছেলের পক্ষ থেকে কোরবানী করে তাহলে সেটা আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে। হিশাম ও ইবনে সিরিন থেকে বর্ণিত আছে তারা উভয়ে বলেন: তার পক্ষ থেকে কোরবানী করলে সেটা আকিকা হিসেবে যথেষ্ট হবে।

যাদের দেশে কোরবানির গোশত নেয়ার মত গরীব মুসলমান নেই তারা কিভাবে কোরবানির গোশত বণ্টন করবে?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:

এক:

কোরবানির গোশত তিন ভাগ করার বিষয়টি কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে। তবে এ বিষয়ে প্রশস্ততা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গরীব-মিসকীনদের কাছে কোরবানির গোশতের একটা অংশ পৌঁছা।

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: "কোরবানির পশু ও হাদির পশুর গোশত এক তৃতীয়াংশ নিজের পরিবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ মিসকীনদের জন্য"। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও এমন উক্তি রয়েছে।

দুই:

যদি কোরবানিকারী তার কোরবানির গোশত থেকে কোন একজন মিসকীন মুসলিমকে খাইয়ে এরপর বাকী গোশত অমুসলিমদেরকে দান করে দেয় তিনি সেটা করতে পারেন।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:"কোরবানির গোশত কাফেরকে খাওয়ানো জায়েয। এটি হাসান, আবু সাওর ও কিয়াসপন্থীদেরও অভিমত।

কেননা এটি নফল সদকা। তাই এর থেকে যিম্মি ও অমুসলিম বন্দিকে খাওয়ানো জায়েয; অন্যসব সদকার মত। আর যেটা ওয়াজিব সদকা সেটা কোন কাফেরকে দেওয়া জায়েয নয়। কেননা ওয়াজিব সদকা যাকাত ও কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার মত"।[আল-মুগনি (১১/১০৯) থেকে সংক্ষেপিত]

অতএব, আপনি আপনার কোরবানির পশু জবাই করার পর একজন মিসকীন মুসলমানের সন্ধান করবেন এবং তাকে কিছু দিয়ে দিবেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকে আপনি নিজে খাবেন, সংরক্ষণ করে রাখবেন, হাদিয়া দিবেন ও দান করবেন; এমনকি অমুসলিমদেরকে হলেও। হতে পারে এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি অমুসলিমদের অন্তর আকৃষ্ট হবে।

আর যদি আপনি কোন একজন মিসকীনকেও না চিনেন এবং আপনার পক্ষ থেকে ইসলামিক সেন্টার গরীবদেরকে খুঁজে বের করে তাদের কাছে কোরবানির গোশত পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করবে তাহলে ইসলামিক সেন্টারকে আপনি যতটুকু পরিমাণ চান দিয়ে দিতে পারেন।

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

যদি পরিবারের কর্তা ব্যক্তি কোরবানি করতে নারাজ হন সেক্ষেত্রে নারী কি নিজের পক্ষ থেকে এবং পরিবারের সবার পক্ষ থেকে কোরবানি করতে পারবেন?

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের প্রতি। পর সমাচার:
আলহামদুলিল্লাহ।
কোরবানি করা এমন একটি ইবাদত যে ইবাদতের প্রতি শরিয়ত নর-নারী, বিবাহিত-অবিবাহিত নির্বিশেষে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কোরবানি সংক্রান্ত দলিলগুলোর ব্যাপকতা সেটাই প্রমাণ করছে। সে দলিলগুলোতে কাউকে খাস করা কিংবা কারো জন্য সীমাবদ্ধ করা হয়নি।
সুতরাং কোন নারীর যদি আর্থিক সামর্থ্য থাকে তার জন্য নিজের অর্থ দিয়ে নিজের পক্ষ থেকে ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোরবানি করা সুন্নত। বিশেষতঃ পরিবারের কর্তা ব্যক্তি যদি ইসলামের এ নিদর্শনটি পালনে অসম্মত হয়।

ইবনে হাযম (রহঃ) 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে (৬/৩৭) বলেন:
"কোরবানির বিধান মুকীমের জন্যে যেমন মুসাফিরের জন্যেও তেমন; কোন পার্থক্য নেই। নারীর জন্যেও তেমন। যেহেতু আল্লাহ্ বলেছেন: "তোমরা ভাল কাজ কর"।[সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৭ কোরবানি করা ভাল কাজ। আমরা যাদের কথা উল্লেখ করলাম তারা প্রত্যেকে ভাল কাজের মুখাপেক্ষী ও সেদিকে আহুত। এবং যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোরবানি সংক্রান্ত যে বাণীগুলো আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলোতে তিনি শহরবাসী থেকে গ্রামবাসীকে খাস করেননি; মুকীম থেকে মুসাফিরকে খাস করেননি; নারী থেকে পুরুষকে খাস করেননি। এ কারণে কাউকে খাস করা বাতিল ও নাজায়েয।"[সংক্ষেপিত ও সমাপ্ত]

'আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যা' গ্রন্থে (৫/৮১) এসেছে:
"কোরবানি ওয়াজিব হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার জন্য (ব্যক্তি) পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। কোরবানি পুরুষদের উপর যেমন ওয়াজিব হয় তেমনি নারীদের উপরেও ওয়াজিব হয়। কারণ ওয়াজিব হওয়া কিংবা সুন্নত হওয়ার দলিল সকলকে অন্তর্ভুক্তকারী।"

অতএব, পরিবারের কর্তাব্যক্তি যদি ইসলামের এ নিদর্শন পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করে সেক্ষেত্রে স্ত্রী নিজে কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তায় কোরবানির পশু কেনা ও জবাই করার মাধ্যমে কোরবানি করতে পারেন। এটা তার স্বামীর জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে হোক; তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে হোক কিংবা অনুমতি ছাড়া হোক। কেননা কোরবানি করা সকলের জন্য সুন্নত পরিবারের কর্তা যদি কোরবানি করতে অসম্মতি জানায়; তাহলে স্ত্রী সেটা পালন করার অধিকার রয়েছে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "হে লোক সকল! নিশ্চয় প্রত্যেক পরিবারের উপর প্রতি বছর কোরবানি রয়েছে...।"[মুসনাদে আহমাদ (১৭২১৬), সুনানে আবু দাউদ (২৭৮৮), আলবানি 'সহিহু আবি দাউদ' গ্রন্থে হাদিসটিকে 'হাসান' আখ্যায়িত করেছেন]
খতীব আল-শারবিনি (রহঃ) 'আল-উদ্দা' গ্রন্থকার থেকে তার উক্তি উদ্ধৃত করেন যে: "যদি পরিবারের সদস্য একাধিক হয় তাহলে সেটা সুন্নতে-কিফায়া (সমষ্টিগত সুন্নত)। পরিবারের একজন আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। নচেৎ এটি সুন্নতে-আইন (ব্যক্তিগত সুন্নত)।[মুগনিল মুহতাজ (৬/১২৩)]

https://sistersforuminislam.com/

আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

প্রশ্ন: মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানি করা কি বৈধ?▬▬▬▬▬▬▬▬▬✿◈✿■■■■■■■

উত্তর: মৃত ব্যক্তি যদি কুরবানি করার ওসিয়ত করে যায় তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার উত্তরাধীগণ ওসিয়ত পালনার্থে তার পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে থেকে কুরবানি করবে। অন্যথায় মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আলাদাভাবে কুরবানী করা অধিকাংশ আলেমের মতে ঠিক নয়। কেননা এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশনা ও আমল পাওয়া যায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর প্রাণ প্রিয় স্ত্রী খাদিজা রা., প্রিয় চাচা হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব রা., তিন ছেলে ও তিন মেয়ে দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের পক্ষ থেকে কখনও স্বতন্ত্রভাবে কুরবানি করেন নি। কোনো সাহাবি এমনটি করেছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তবে কুরবানি করার সময় যদি পরিবারের জীবিত ও মৃত সকলকে নিয়তে শরিক করা হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা সকলকে সওয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ। যেমন: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

أبو سعيد رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى يوم النحر بكبشين أملحين فذبح أحدهما فقال هذا عن محمد وأهل بيته وذبح الآخر فقال هذا عمن لم يضح من أمتي

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরবানির দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট সাদা-কালো রঙ বিশিষ্ট দুটি দুম্বা আনা হল। তিনি দুটির মধ্যে একটি জবেহ করে বললেন, এটি মুহাম্মাদ এবং তার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আরেকটি জবেহ করে বললেন, এটি আমার উম্মতের যারা কুরবানি করে নি তাদের পক্ষ থেকে।" (মুসনাদ আহমদ)। 'পরিবার' এর মধ্যে জীবিত ও মৃত সকলেই অন্তর্ভূক্ত।

◇ ◈ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্বতন্ত্রভাবে কুরবানী করার ব্যাপারে পূর্বসূরী আলেমদের অভিমত:

◆ ইমাম মালিক মৃত বাবা-মা'র পক্ষ থেকে কুরবানি করাকে অপছন্দ করতেন। যেমন:

روي محمد عن مالك قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال في الشرح: لكون الأضحية من أحكام الحي اهـ

মুহাম্মাদ বর্ণনা করেন ইমাম মালিক থেকে। তিনি বলেন, "মৃত বাবা-মার পক্ষ থেকে কুরবানি করাকে আমি পছন্দ করি না।"

ব্যাখ্যাকার বলেন, "তা এই কারণে যে, কুরবানি করা জীবিত ব্যক্তিদের আহকামের অন্তর্ভুক্ত।" [আল মুন্তাকা শারহুল মুআত্তা]

◆ শাফেয়ী মাজহাবের ফিকহের কিতাবে এ কথা বহু স্থানে উল্লেখিত হয়েছে যে,

لا يصل إلى الميت ثواب الأضحية ولا القراءة وحج التطوع

"কুরবানি, কুরআন তিলাওয়াত এবং নফল হজ্জের সওয়াব মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে না।"

আরও উল্লেখিত হয়েছে:

وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة

"আর তিনি (ইমাম শাফেয়ী রহ.) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরবানি করাকে আতীরা ((عتيرةতথা জাহেলি যুগে মৃতদের উদ্দেশ্যে ছাগল জবেহ করার মতই অপছন্দ করতেন।" [মাওয়াহিবুল জালীল শরহু মুখতাসার খালীল খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৬৮]

◆ হানাফি মাজহাবের ফিকাহর গ্রন্থ আল - بدائع الصنائعবাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছে:

إذ الأضحية عن الميت لا تجوز

"মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানি করা জায়েয নেই।" [খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭২]

◆ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. থেকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানির ব্যাপারে অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞা কোনাটাই পাওয়া যায় না। যদিও হাম্বলি মাজহাবের কিতপয় আলেম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দানের উপর কিয়াস করে কুরবানি করাকে বৈধ বলেন।

◆ ইমাম তিরমিযী রহ. জামে তিরমিযীতে বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেন,

أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها

"মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দান-সদকা করা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। কিন্তু কুরবানি করা যাবে না। তবে যদি কেউ কুরবানি করে তবে যেন তার মাংস না খায় বরং সবটুকু গরীবদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দেওয়া হয়।" [তিরমিযী, মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা অধ্যায়]।

ᘔ অবশ্য একদল আলেম বলেন, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যেহেতু দান করা সহীহ হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত সেহেতু কেউ যদি কুরবানি করে তা গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেয় তাহলে তা জায়েয আছে। এ ক্ষেত্রে সেখান থেকে কুরবানি দাতা বা তার পরিবার কোন কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না। বরং পুরোটাই গরিব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে কুরবানি করার পক্ষ থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীদের পক্ষ থেকে কোনো দলিল পাওয়া যায় না। এমনকি মাজহাবের ইমামগণও বৈধ বলেননি যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

সুতরাং ১ম মতটি অধিক বিশুদ্ধ। মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানি করার কারণে তারা যদি কবরে লাভবান হত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম এ ক্ষেত্রে সবার অগ্রে থাকতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি। অত:এব তাদের আগ বাড়িয়ে কিছু করা আমাদের জন্য সমীচীন হতে পারে না।

আল্লাহু আলাম।

উত্তর প্রদানে:আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সউদি আরব।

প্রশ্নঃ কারো যদি ঋণ (মোটামুটি পরিমাণ) থাকে তাহলে তার উপর কুরবানি করা জরুরি না। এ কথা ঠিক?

উত্তর: যদি ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে তবে কুরবানি দেয়া ভালো। অর্থাৎ বর্তমানে হাতে টাকাপয়সা না থাকলেও তার কাছে এমন কিছু সম্পদ আছে যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব তাহলে সাময়িকভাবে কারো নিকট ঋণ নিয়ে কুরবানি করতে কোনো আপত্তি নাই।

অনুরূপভাবে যদি এককালীন বা কিস্তিতে কুরবানির দাম পরিশোধ করার শর্তে বাকিতে কুরবানি ক্রয় করা হয় তাহলে তাতেও কোনো আপত্তি নাই-যদি ঋণ পরিশোধ করার মত অন্যান্য সম্পদ তার মালিকানায় থাকে।

উল্লেখ্য যে, কুরবানির বিধান হল, অধিকাংশ আলেমের মতে তা সুন্নতে মুআক্কাদা। মতান্তরে ওয়াজিব।

ঋণে কুরবানি করার ব্যাপারে আলেমদের মতামত পেশ করা হল:

- শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহঃ কে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তির কুরবানি করার ক্ষমতা নেই সে কি (কুরবানির করার জন্য) ঋণ নিতে পারে?

উত্তরে তিনি বলেন:

” انتهى ” إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك

. (26/305) ”مجموع الفتاوى“

“যদি ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকে তাহলে কুরবানি করার সমপরিমাণ ঋণ নেয়া ভালো। কিন্তু এমনটি করা তার জন্য ওয়াজিব নয়।” (মাজমু ফাতাওয়া ২৬/৩০৫)

- শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহঃ কে জিজ্ঞেস করা হল, যার কুরবানি দেয়ার ক্ষমতা নেই তার জন্য কি কুরবানি দেয়া ওয়াজিব? আর বেতন এর উপর ঋণে কুরবানি নেয়া কি জায়েজ আছে?

তিনি বলেন:

” (1/37) ”فتاوى ابن باز“ انتهى ” ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء . . . الأضحية سنة وليست واجبة

কুরবানি করা সুন্নত; ওয়াজিব নয়। আর ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকলে মুসলিম ব্যক্তি ঋণ নিয়ে কুরবানি করলে তাতে কোনো আপত্তি নেই। (ফাতাওয়া বিন বায ১/৩৭)

কুরবানীর মাহাত্ম্য সংক্রান্ত প্রচলিত কতিপয় অচল হাদীস

আবদুল হামীদ ফাইযী

কুরবানীর জানোয়ার কিয়ামতের দিন তার শিং ও পশম এবং খুরসহ অবশ্যই হাজির হবে---।[1]

কুরবানী তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নত। তার প্রত্যেকটি লোমের পরিবর্তে রয়েছে একটি করে নেকী।[2]

কুরবানীর প্রথম বিন্দু রক্তের সাথে পূর্বেকার সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যায়। পশুটিকে তার রক্ত ও গোশতসহ দাঁড়িপাল্লাতে ৭০ গুণ ভারী করে দেওয়া হবে।[3]

ভালো মনে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করলে তা জাহান্নাম থেকে পর্দার মত হবে[4]

তোমরা তোমাদের কুরবানীকে মোটা-তাজা কর। কারণ তা তোমাদের পুলসিরাত পারের সওয়ারী।[5]

[1] (যয়ীফ, যয়ীফ তারগীব ৬৭১নং)

[2] (হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭২নং)

[3] (হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৪-৬৭৫নং)

[4] (হাদীসটি জাল, যয়ীফ তারগীব ৬৭৭নং)

[5] (অতি দুর্বল, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১২৫৫নং)

https://sistersforuminislam.com/

ঈদুল আযহা

ঈদ আরবি শব্দ। এমন দিনকে ঈদ বলা হয় যে দিন মানুষ একত্র হয় ও দিনটি বার বার ফিরে আসে।ইসলামে ঈদ একটি সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পরিপূর্ণ প্রতীক। যা দেহ ও মনের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। মাহে রমজান ও হজের মাসসমূহের ইবাদত বন্দেগীর বাহক হিসাবে ঈদের আগমন ঘটে। ঐ সকল মাসের সব কয়টি ইবাদতই রূহের খোরাক যোগায়। ইরশাদ হয়েছে- তুমি বল: আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত, এ নিয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। সূরা ইউনুস: ৫৮

রাসূলুল্লাহ সা. যখন মদিনাতে আগমন করলেন তখন মদিনাবাসীদের দুটো দিবস ছিল যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ স. জিজ্ঞেস করলেন এ দু দিনের কি তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন: আমরা মূর্খতার যুগে এ দু দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন রাসূলে কারীম সা. বললেন : আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ দু দিনের পরিবর্তে তোমাদের এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দুটো দিন দিয়েছেন। তা হল ঈদুল আজহা ও ঈদুল ফিতর।
আবু দাউদ: ১১৩৪, হাদিসটি সহিহ

ঈদের বিধি-বিধান ও আদব

১) তাকবীর
২) গোসল করা, সুন্দর পোশাক পরিধান করা ও পুরুষদের জন্য সুগন্ধি মাখা
৩) কিছু না খেয়ে (ঈদ উল আযহাতে) সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া
৪) জামায়াতের সাথে ঈদের সালাত আদায় করা এবং খুতবা শোনা
৫) ঈদের নামাযের প্রতি যত্নশীল হওয়া
৬) রাস্তা পরিবর্তন করা
৭) কুরবানী করা
৮) কুরবানীর গোস্ত ভক্ষণ করা ও বিলি করা
৯) ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা: তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের এবং আপনার (ইবাদত-বন্দেগী) কবুল করুন।
(বায়হাকী: ২/৩১৯-সনদ হাসান)।

https://sistersforuminislam.com/

আইয়ামুত তাশরীক

আইয়ামুত-তাশরীক বলা হয় কুরবানির পরবর্তী তিন দিনকে। তাশরীক শব্দের অর্থ শুকানো। মানুষ এ দিনগুলোতে গোশত শুকাতে দিয়ে থাকে বলে এ দিনগুলোর নাম আইয়ামুত-তাশরীক বা গোশত শুকানোর দিন নামে নামকরণ করা হয়েছে।

যিলহজ্জ মাসের ৯তারিখ হলো আইয়ামে আরাফা বা আরাফার দিন বা হজ্জের দিন।

যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ হলো আইয়ামে নহর বা কুরবানীর দিন।

যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২, ১৩ তারিখ আইয়্যামে তাশরিক বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

তোমরা নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। সূরা আল বাকারাঃ ২০৩

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী রহ. বলেন-

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।

আশরায়ে যিলহজ্বের দশ দিন ও আইয়ামে তাশরীকের তিনদিন সর্বমোট যিলহজ্বের এই প্রথম তের দিনের একটি আমল রয়েছে। তা হচ্ছে বেশি বেশি আল্লাহর যিকির ও তাকবীর পাঠ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন:

“তোমরা এই দিনগুলোতে রোযা রাখিও না। কেননা, এগুলো পানাহারের দিন।” (সহীহল জামে, হা/৭৩৫৫-হামযা বিন আমর আল আসলামীন থেকে বর্ণিত)

সুতরাং এই তিন দিনসহ ঈদের দিন মোট চারদিন সাওম রাখা হারাম।

রাসুলুল্লাহ সা বলেছেন, “প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখা, সারা বছরধরে রোযা রাখার সমান।”সহীহুল বুখারীঃ ১১৫৯, ১৯৭৫।

আইয়্যামে বিদের সাওম যিলহজ্জ্ব মাসের জন্য, যিলহজ্জ মাসের ১৪ তারিখ থেকে রাখা যাবে ইন শা আল্লাহ।

https://sistersforuminislam.com/

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

হে মুহাম্মাদ ! বলো, আমার রব নিশ্চিতভাবেই আমাকে সোজা পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। একদম সঠিক নির্ভুল দীন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই, ইবরাহীমের পদ্ধতি,যাকে সে একাগ্রচিত্তে একমুখী হয়ে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের অন্তরভুক্ত ছিল না।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

বলোঃ আমার নামায, আমার ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী। সুরা আন'আমঃ ১৬১-১৬৩